‘জোট সরকারের ভানুমতীর খেল’

সাঈদ কামরান মির্জা
mirza.syed@gmail.com
ডিসেম্বর ২৫, ২০০৫

বাংলাদেশের মানুষ আজ একেবারে দিশেহারা খালেদা-নিজামীর (অর্থাৎ নব্য মুসলিম লীগ+একাত্তুরের রাজাকারগন) জোট সরকারের মহা তেলেসমাতির বেড়াজালে পড়ে একেবারে বেকুব বনে গেছে। সাধারণ মানুষ ঠিক বুঝতেই পারছেনা দেশে আজ আসল প্রভলেমটা কি; এবং তাদের আসল শত্রুই বা কে! কারন, খালেদা-নিজামীর ভানুমতীর খেল বাঙ্গালীরা বুঝতেই পারছেনা। জোট সরকার একবার বলছে ‘‘এসব বোমাবাজি যারা করছে তার বহীরশত্রুর ইঙ্গিতেই করছে, আবার বলছে আমেরিকা-ইহুদী-ইন্ডিয়া চক্র এসব করাচ্ছে ইসলামকে ধংস করার জন্য; পরমূহুর্তেই আবার বল্‌ছে এসবই আওয়ামী কাফেরদের কাজ’’। সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর জন্য আবার একটা সুকৌশলও তারা আবিস্কার করেছে। অর্থাৎ, তারা ভাঁসুরের নাম নিচ্ছে না। পবিত্র ইসলামী টেররিষ্টদরকে তারা নতুন নাম দিয়েছে। এখন তারা বলছে—‘‘**বোমা টেররিষ্ট**’’। ইসলামী টেররিষ্ট বলা নিষেধ! কি আর্শ্চয্য লীলা খেলা!

খালেদা বিবির তেলেস্‌মাতি

খালেদা বিবি আজ মহা খুশি এবং সে নিজেই বুজতে পারছেনা তার মত একজন ক্লাশ নাইন পাশ রুক্ষ মেজাজের গৃহবধু কিভাবে প্রায় ১৫ বৎসর (তিন টার্ম) ধরে ১৪০ মিলিয়ন বাঙ্গালীদেরকে একেবারে গর্ধভ বানিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝেই খালেদা-নিজামী নির্জনে বিলাষ-বহুল সরকারী অফিসে বসে একত্রে মিটি মিটি দাঁত বের করে হাসে এবং আলোচনা করে কি ভাবে ইসলামের লাড্ডু দিয়ে ১৪০ মিলিয়ন বুদ্ধুদেরকে উল্লু বানিয়ে দেশ দেদারছে শাসন করে যাচ্ছে। খালেদা কিছু দিন বলেছে দেশে কোন মিলিটেন্ট নেই; দেশ একেবারে পাক্কা মডারেট মুসলিম দেশ। মাঝে মাঝেই খালেদা বিবি আবার আমেরিকান আন্‌কেল ছেমের (চাঁচাদের) কাছ থেকে মডারেট মুসলিম দেশের সার্টিফিকেটও আদায় করেছে। মানুষকে উল্লু বানানোর আরও একটি কৌশল নিয়েছে চতুর খালেদা বিবি, আর তাহা হল, ঠিক যেই ইমামদের কাফের বিরোধী জালাময়ী খুতবায় সাধারণ মুসলিগন যোগ দিয়েছে জিহাদে, ঠিক সেইসব ইমামদেরকেই আবার হুকুম করেছে—নামাজ পড়ানোর সময় বোমাবাজির বিরোধ্যে ফতুয়া দিতে। ভাঁওতাবাজি আর কাকে বলে?

বাংলাভাই এর জেহাদীরা একেবারে Existই করে নাই, এবং সবই ছিল মিডিয়ার বাড়াবাড়ি এবং আওয়ামী-সেকুলার-কাফেরদের কারসাজি সুধুই দেশের ভাবমুর্তি

নষ্ট করার জন্য। তারপরের ঘটনা সবারই জানা। জেহাদিদের একটু সামান্য ধাক্কা (অর্থাৎ ঠেলা) খেয়ে এবং আঙ্কেল ছেমদের একটু চোখ রাঙ্গানী খেয়ে আবার সুর পাল্টিয়ে বলতে শুরু করল—মিলিটেন্টদেরকে একেবারে ধংস করব, বাংলাভাই, গালিব, শায়খ রহমানদেরকে ধরব, সবাইকে জেলে পুরব ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিছুদিন বাঙ্গালীদেরকে উল্লু বানানোর জন্য কিছু **Lower level** এর জেহাদীদেরকে পাক্‌রাও করে ইসলামী বোমাবাজি কিছুটা কমিয়ে এনেছে এবং জেহাদীদের গার্জেনদেরকে **(জামাতী ওয়ারাসাতুল আম্বীয়াদের)** কানে কানে বলেছে যে তোমরা জেহাদী বাদর নাচ কিছুদিনের জন্য বন্দ্ধ রাখ আমি আওয়ামী হারামীদেরকে একটু সাইজ করে নেই। দেশের বুদ্ধ পাবলিক যেই না একটু তাদের হৈচৈ কমিয়ে এনেছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আবার শুর পাল্টিয়ে পলটনে দাড়িয়ে বিরাঙ্গনার মত বলতে শুরু করেছে—এসব বোমাবাজি আওয়ায়ামী কাফেরদের কান্ড; এবং আমরা মোটেই সয্য করব না, আমরা আওয়ায়ামী কাফেরদের বিরোধ্যে **sedition** মামলা করব। কি আর্শয্য লীলা খেলা। **ধরতে বলি তাকে ধরে বসে আমাকে।**

কোথায় বাংলার মানুষ আশা করেছিল যে খালেদা বিবি মিলিটেন্টদের বিরোধ্যে হুমকি দিবে; তা'না করে খালেদা বিবি উল্টো বিরোধী পার্টিকেই হুমকি দিয়েছে রাষ্ট্রবিরোধী মামলা দিবে। অর্থাৎ, যারা মার খেয়েছে তাদেরকেই আবার আরও বেশি মারের হুমকি দিয়েছে খালেদা বিবি। ইনশায়াল্লাহ তায়ালা, আমি হলফ করেই বলতে পারি, কিছুদিন ঘাপটিমেরে বসে থেকে ইসলামী জিহাদীরা আবার শুরু করবে মহাউল্লাসে বোমাবাজি। কারন খালেদার কাছে তারা আরও বেশি আশ্বাসই পেয়েছে এবং বুঝতে পেরেছে যে বোমাবাজদেরকে রক্ষা করার জন্যই খালেদা আওয়ামীদেরকে হুমকি দিয়েছে। বাংলার মানুষ কি এখনো খালেদা বিবির ভানুমতীর খেল মোটেই বুঝতে পারছেনা?

একাত্তুরের পরাজিত রাজাকার

একাত্তুরের যুবক রাজাকার (যারা বন্দুক হাতে যুদ্ধকরেছিল মুক্তিদের বিরোধ্যে এবং যারা বাঙ্গালী যুবতিদেরকে ধরে পাক সেনাদেরকে গনিমতের মাল উপহার দিয়েছিল) তারাই হল এখন বেশ কয়েকটি ইসলামি দলের বাঘা বাঘা নেতা; অর্থাৎ, **বাঙ্গালী ওয়ারাসাতুল আম্বীয়া** (নবীদের প্রতিনিধি)। তারাই আজ সবচেয়ে আর্শয্য ভানুমতীর খেল দেখাচ্ছে। পুলিশ যাদেরকে এরেষ্ট করছে, তারা সবাই হল নূরানী চেহারার—**মোল্লা, মৌলবী, মাওলানা, মুফ্‌তি, ইমাম, হাফেজ, মাদ্রাসার ছাত্র বা শিক্ষক, অর্থাৎ একেবারে খাটি বা পাক্কা মুসলিম।** এবং তারা সবাই অকপটে স্বীকার করছে যে তারা আল্লাহর আইন কায়েম করার জন্যই জিহাদে নেমেছে এবং ইনসশয়াল্লাহ বাংলার পবিত্র মাটিতে আল্লাহর আইন কায়েম করেই ঘরে ফিরবে। তারা আরও বলছে যে তাদের সঙ্গে জড়িত আছে জোট সরকারের অনেক বড় বড় নেতা, মিনিস্টার, এম, পি। এরা আরও স্বীকার করছে যে তারা সবাই জামাত-শিবির করে বা করত, শিবিরের সঙ্গে জড়িত ইত্যদি। এবং এদের ৯০%

হল কওমি মাদ্রাসার ছাত্র বা শিক্ষক।

কিন্তূ মজাটা হল—**জামাত** বলছে আমাদের সঙ্গে এইসব বোমাবাজদের কোন সম্পর্ক নেই; মোটেই আমরা এদেরকে চিনি না। তবে আমরাও গত ৩০ বৎসর ধরেই (*অর্থাৎ, আমাদের পেয়ারা দোস্ত জেনারেল শহীদ জিয়া আমাদেরকে বাংলা দেশে ঢুকার সার্টিফিকেট দেওয়ার পর থেকেই*) আমরা আমরন যুদ্ধ করছি এ পাক বাংলায় আল্লাহর আইন কায়েম করতে।

আমিনী (*ইসলামী ঐক্যজোটের বড় ওয়ারাসুতুল আম্বীয়া*) বলছে আমাদের সঙ্গে এইসব জেহাদীদের কোন সম্পর্ক নেই; এরা সবাই ইসলামের বিরোধ্যে কাজ করছে। কিন্তূ আমরাও বাংলার মাটিতে আল্লাহর আইন কায়েম করব। কিন্তূ খবরদার, আমাদের কওমি মাদ্রাসায় হাত দিলে দেশে জিহাদের আগুন ধাও ধাও করে জল্‌বে।

আহ্‌লে হাদিসের মোল্লা ফজলুল হক বলছে এইসব সুসাইড বম্বারদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই; শান্তির ইসলাম মানুষ হত্যা সাপোর্ট করে না। কিন্তূ আমরাও আল্লাহর আইন কায়েম করার জন্যই লড়াই করছি এবং আমরা এই সবুজ বাঙ্গালার মাটিতে আল্লাহর আইন কায়েম করব এবং বাংলাকে আফগান বানাব ইনসায়াল্লাহ।

<u>প্রশ্ন হল—আল্লাহ কত প্রকার এবং কি কি?</u>

এখন কথা হল—এইধুর্ত একাত্তুরের পরাজিত মোল্লারা ভিন্ন ভিন্ন নামের দল করে (বাংলার মানুষকে ফাঁকি দেবার জন্য) <u>তারা সবাই একে একে বলে যাচ্ছে যে তারা এদেশে ইসলামি শারিয়া বা আল্লাহর আইন কায়েম করার জন্য পবিত্র জিহাদ বা লড়াই করছে।</u> অথচঃ সারা দেশে যে ‘জেএম বি ’নামের দলের ছায়ায় থেকে জিহাদীরা দেদার বোমাবাজি করছে, সুইসাইড বোমা মারছে, কোর্টের জজ, ওকিল, পুলিশ, সাধারন নিরীহ মানুষ হত্যা করছে এবং তারা সবাই প্রকাশ্যে বুলন্দ্ধ আওয়াজ তুলছে যে আমরা আল্লাহর আইন কায়েম করার জন্য জিহাদ করছি। তাদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে মাওলানা ছাইদীর জালাময়ী কাফের বিরোধী জেহাদী জোশের ওয়াজের কেসেট এবং বিভিন্ন ওয়ারাসাতুল আম্বীয়াদের লেখা জেহাদী পুস্তূক—**তারা কারা? কোন আল্লাহর কথা বলছে তারা?** তবে কার কথা ঠিক? বাংলার মানুষ আজ কাকে শত্রু এবং কাকে মিত্র মনে করবে?

<u>বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী</u>

ঔদিকে ইসলামের হাতে চরম মার খাওয়া, কিন্তূ তবুও ইসলাম লাভার (*পরকালের ছওয়াবের আসায়)*, বাঙ্গালী বুদ্দিজীবীরা চিল্লাচ্ছে যে ইসলাম হল শান্তির ধর্ম; ইসলাম সুসাইড বোম মারা সাপোর্ট করে না, এইসব জেহাদীরা ইসলামের বদনাম

বিরোধী দল) রাজনৈতিক নেতারাই সবাই তার স্বরে চিল্লাচ্ছে—ইসলাম এইসব সুইসাইড বোমা এলাও করে না; ইসলামে মানুষ হত্যা একেবারে সাপোর্ট করে না; এরা ইসলামের বিকৃতি করছে, শান্তির ধর্মের বদনাম করছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সাধারণ আমজনতা

ঐ একই কথা বলছে সাধারন আমজনতাও। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম মানুষ হত্যা সাপোর্ট করে না মোটেই। ইসলাম একাবারে ধোয়া তুলসি পাতা, আমাদের পেয়ারা নবী ছিলেন বিশ্বের সেরা দয়ালু , জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলেন নাই, একজন মানুষও হত্যা করাত দুরের কথা; একটি মশাও হত্য করেন নাই। ভাবখানা যেমন এরা সবাই একেক জন কোরানে হাফেজ বা কোরানের সবটুকুই বুঝে ফেলেছে! তোঁতা পাখির ন্যায় বলে যাচ্ছে—ইসলাম শান্তির ধর্ম। অথচঃ ইতিহাস সাখ্য দেয় যে ইসলাম ছিল চরম অশান্তির ধর্ম, মানুষ হত্যার ধর্ম। দয়াল নবী নিজ হস্থে মানুষের কল্লা কেটেছে।

চরম গোলক ধাঁধায় বাঙ্গালীরা

হ্যাঁ, বাংলাদেশের মানুষ আজ চরম গোলক ধাঁধায় পড়েছে। কিন্তূ এইসব বর্ণো চোরা মোল্লারা বিভিন্ন নামের ছদ্যাবরনে থাকলেও রসুনের ন্যায় তাদের সবার গোড়া একটাই। আর তাহা হল পবিত্র খাটি ইসলাম বা কোরান। আমি পুর্বেও বলেছি—**''নামে কি বা আসে যায়''**। এই ভিন্ন ভিন্ন নামের ইসলামী দল সৃষ্টি আসলে মানুষকে উল্লু বানানোর জন্য। তারা সবাই চাচ্ছে দেশে ইসলামী আইন অর্থাৎ ৭ম সেঞ্চুরির শারিয়া আইন কায়েম করতে। আর সে কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছে **বিএনপি নামক আধুনিক মুসলিম লীগ।** এই পৃথিবীতে একটাই কোরান, একই হাদিস, এবং একটাই শারিয়া আইন বা হুদুদ আইন। এইসব বিভিন্ন নামের ইসলামী মোল্লারা সবাই চাচ্ছে ঐ একই শারিয়া বা হুদুদ আইন কায়েম করতে যাহা এই দুনিয়ার মানুষ দেখেছে আফগানিস্তনে তালেবানদের ইসলামী খেল। শারিয়া আইন এক এবং তার রূপ এক। পৃথিবীর যেই দেশেই এই ৭ম সেঞ্চুরির অসভ্য বেদুইন আইন কায়েম হবে তার স্বরূপ হবে এক এবং অভিন্ন।

ইসলামকে কে ভাল বুঝে বা জানে?

একটা প্রশ্ন আমি করতে চাই সেইসব বাঙ্গালী আমজনতার (উল্লুদের) কাছে। তারা তাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে—যে যারা বোমাবাজী করছে তারা সবাই (১০০%) হল নূরানী চেহারার—**মোল্লা, মৌলবী, মাওলানা, মুফ্তি, ইমাম, হাফেজ, মাদ্রাসার ছাত্র বা শিক্ষক, অর্থাৎ একেবারে খাটি বা পাক্কা মুসলিম। তা'হলে আসল প্রশ্ন হল—খাটি ইসলাম কারা জানে? উপরোক্ত মোল্লাগন, নাকি সাধারন বাঙ্গালী বা বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা?** আর একটি প্রশ্ন বিবেচনা করলে ব্যাপারটি আরও পরিস্কার হবে। আচ্ছা ভাইসব বলুন ত—**সাধারণ মানুষ বা**

মেডিকেল কলেজের ছাত্র-শিক্ষকরাই চিকিৎসা বিদ্যা ভাল বুঝে এবং জানে? এখন আবার বলুনত—ইসলাম কে বেশি বুঝে এবং জানে? ঔসব বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী (উল্লুরা) বা সাধারণ বাঙ্গালীরা, নাকি ঔসব নুরানী চেহারার **(দাড়ি-জোব্বা ওয়ালা)** মোল্লারা??? **এবার সত্যিকরে আপানার বুকে হাত দিয়ে বলুনত কে ইসলাম ভাল বুঝে?**

এখন আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের কাছে বড় প্রশ্ন হল—তারা সবাইত চাচ্ছে আল্লাহর আইন কায়েম করতে, তা'হলে তাদের মধ্যে তফাতটা কোথায়? আসলে এইসব ধুর্ত শিয়ালের দল বাংলার মানুষকে গোলক ধাঁধায় ফেলে তাদের আসল উদ্দেশ্য হাসিল করার মতলবে আছে। আর সে জন্য তারা আজ ভিবিন্ন মুখ রোচক জমকালো সব পবিত্র আরবী নামের দল তৈরী করে তাদের যার যার কাজ করে যাচ্ছে, এবং তাদের সবার মধ্যে একটা **সুক্ষ-যোগসুত্র** আছে। তারা একই সুতার টানে নড়াচড়া করে এবং তাদের একটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। আর তাহা হল এই বাংলার মাটিতে আফগানি স্টাইলের ইসলামী শাসন কায়েম করে বাংলা দেশকে ৭ম সেঞ্চুরির অন্দ্ধকারে নিমজ্জিত করা। **সাধু সাবধান!**

শায়খ রহমান, বাংলা ভাই বহাল তবিয়তে এবং এই জোটসরকারের সযত্নেই আছে এবং তারা এখনো এই পবিত্র ইসলামী জিহাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। আর খালেদা বিবি এসবের সবকিছুই জানে এবং বুঝে। তার অঙ্গলী নির্দেশে কিছুদিনের জন্য জিহাদী বোমাবাজী বন্দ্ধও থাকতে পারে, যেমনটি হয়েছিল সার্ক সম্মেলনের সময় এবং সম্প্রতি 'বিএনপি'র মহা সম্মেলনের সময় ঠিক একই খেলা চল্‌ছে। আবার খালেদা একটু অন্যমনস্ক হলেই মহাধুমে জিহাদী জাগরন শুরু হয়ে যাবে। কাজেই, খালেদা-নিজামী সরকারের কাছে ইসলামী মিলিটেন্টদের দমন করার আকুতি করা আর শেয়ালের কাছে মুরগি বাগী রাখা একই কথা। খালেদ-নিজামী জোট সরকার আজ ভানুমতির খেল দেখাচ্ছে বাংলার উল্লুদেরকে। খালেদা-নিজামী আজ বাংলাদেশে রাম রাজত্ব কায়েম করেছে। মানুষ তাদের ভাঁওতাবাজী যেদিন বুঝতে পারবে সেদিনই বাংলার মানুষ মুক্তি পাবে রাজাকারদের হাত থেকে, সেদিনই আসবে বাংলায় শান্তি।